JUL 15 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সিলেট তিব্বিয়া কলেজ ভবনের জন্য নির্ধারিত জমি হাতিয়ে নিচ্ছে ভূমিখেকো চক্র

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র সংসদ নেতাদের অভিযোগ

সিলেট অফিস : সিলেট সরকারি তিব্বিয়া কলেজের ছাত্র সংসদ নেতারা অভিযোগ করেছেন, একটি ভূমিখেকো চক্র কলেজ ভবনের জন্য নির্ধারিত এক একর জমি আত্মসাতের চেষ্টা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা গৃহায়ন অধিদপ্তরের রহস্যজনক ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।

গতকাল রোববার সিলেট প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করে বলা হয়, ১৯৪৫ সালে স্থাপিত এই কলেজের আজো কোনো নিজস্ব ভবন নেই। বরাবরই ভাড়াটিয়া বাসায় এর কার্যক্রম চলে আসছে।

১৯৮৫ সালে 'দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন প্রকল্প'র আওতায় শাহজালাল উপশহরের ডি-ব্লকে ১৬ লাখ ২০ হাজার টাকায় এক একর জমি সিলেট সরকারি তিব্বিয়া কলেজের জন্য কেনা হয়। ৪ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে প্রথম কিস্তির ৫ লাখ টাকা পরিশোধ করে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের অনুকূলে জায়গার দলিল সম্পাদন করা হয়। পরবর্তী ৩ কিস্তির টাকা নিয়মানুযায়ী পরিশোধ না করে '৯৩ সালের ১৫ মার্চ এক সঙ্গে পরিশাধ করা হয়। ঐ বছরের ২২ মে চতুর্থ কিস্তির টাকা প্রকল্পের পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হলে 'রহস্যজনক কারণে' গৃহায়ন অধিদপ্তর তা গ্রহণ করেনি।

কিন্তু '৯৭ সালের ১ মার্চ শাহজালাল উপশহর (হাউজিং এস্টেট) কর্তৃপক্ষ এক পত্রের মাধ্যমে ৮ লাখ ৭৬ হাজার টাকা কলেজ অধ্যক্ষের কাছে দাবি করে বসে। অথচ কলেজ অধ্যক্ষ ঐ ভূমি ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত নন। তথাপি কলেজ অধ্যক্ষ তাগিদপত্র সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এদিকে গত ১ এপ্রিল অধ্যক্ষ বরাবরে প্রেরিত এক পত্রে ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা উপপরিচালক জানান, পত্রপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সুদসহ শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ না করলে উক্ত ভূমির বরাদ্দ বাতিল করা হবে।

ছাত্র সংসদ নেতারা সংবাদ সম্মেলনে আশঙ্কা প্রকাশ করেন একটি চিহ্নিত ভূমিখেকো চক্র এই ভূমিটি আত্মসাতের জন্য নানামুখী তৎপরতা চালাচ্ছে এবং তাদের সুবিধার্থেই এ ধরনের চিঠি চালাচালি শুরু করা হয়েছে। তারা বিষয়টির আশু সুরাহা দাবি করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস জাফর হোসেন খান। এ সময় ছাত্র সংসদের ভিপিসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।